দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 31 AUG 2007
পৃঃ ... কলাম ...

# দুই শিক্ষক আবার ৪ দিনের রিমান্ডে

## ঢাকা ভার্সিটির সহিংস ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ

আটক ঢাবি শিক্ষক প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন এবং প্রফেসর ড. হারুন-অর রশিদকে চারদিনের রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয় —ফোকাস বাংলা

# সেনাবাহিনীর আত্মমর্যাদায় আঘাতের জন্য অধ্যাপক আনোয়ারের ক্ষমা প্রার্থনা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদকে পৃথক একটি মামলায় আবারো ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ৩(৪) ধারা লংঘনের অভিযোগে ইতিপূর্বে চারদিনের রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার বিকালে তাদেরকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণে এজলাসে যাবার আগে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ এবং সেনা সদস্যদের আত্মমর্যাদায় আঘাত পড়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনী বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব ও সম্প্রীতির প্রতীক, সেই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের ওপর যদি কেউ আঘাত করে সে সেনাবাহিনীর মনে কেমন আঘাত পায় সেটা আমরা বুঝতে পারি। এই সেনাবাহিনীর আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত (৮ম পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

## সেনাবাহিনীর আত্মমর্যাদায়

(প্রথম পৃঃ পর)

করা হয়েছে। তারা যে অপমানিত বোধ করেছে সে জন্য আন্তরিকভাবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হিসাবে আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য ও সাধারণ সম্মানিত জোয়ান থেকে সেনা প্রধান পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে আমরা ওই দিনের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি অন্তঃস্থল থেকে ওই দিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গ্লানি বোধ করি না, অপমান বোধ করি না এবং হীনমন্যতা বোধ করি না। সেনা সদস্যদের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আমাদের কথার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের অন্তরের সে কথাটি গ্রহণ করবেন এবং সেভাবে তাদের মনে যে ভয়াবহ বেদনার সৃষ্টি হয়েছে সেটি তারা ভুলে যাবেন।

বিকালে পুরানো ঢাকায় অবস্থিত সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সালেহ উদ্দীনের আদালতে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদকে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই সিরাজুল ইসলাম ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন জানালে আদালত ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আসামিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ২০ আগস্টের ঘটনায় জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা লংঘনের অভিযোগে শাহবাগ থানা পুলিশের দায়ের করা পৃথক মামলায় তাদেরকে দ্বিতীয় দফায় পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হল। চারদিনের রিমান্ড শেষে পুলিশের দেয়া প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত দুই শিক্ষক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তারা দিয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে সেই তথ্যগুলো গোপন রাখা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সিএমএম আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে দেয়া রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় জড়িত শিক্ষকগণ জনগণকে ভীতি প্রদর্শন, সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ বিনষ্ট, গাড়ি ভাংচুর, পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় ইন্ধন যুগিয়েছেন। অভিযুক্ত শিক্ষকরা রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও জনমনে ভীতি সঞ্চার করেছেন বলেও রিমান্ডের আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে অংশ নেন এডভোকেট রেজাউর রহমান, এডভোকেট সাহারা খাতুন ও রুহুল কুদ্দস বাবু।

এদিকে বিডিনিউজ জানায়, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন আদালতে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি করেন। তিনি বলেন, সেদিন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সুরাহা করার জন্য শিক্ষক সমিতির হয়ে উপাচার্যের সঙ্গে সভা করেছিলাম। অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ আদালতে বলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক। আমি ছাত্র পড়াই। এ ছাত্ররাই দেশের কর্ণধার। আমি আদালতের সামনে স্বস্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আইনজীবীরা বলেন, গত ২৩ আগস্ট দুই শিক্ষককে আটক করার ৪০ ঘন্টা পর ২৫ আগস্ট তাদেরকে আদালতে নিয়ে আসা হয়, যা বাংলাদেশের সংবিধানসহ সব প্রচলিত আইনের পরিপন্থি। ঘটনার সাথে এ দু'জন শিক্ষকের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও দাবি করেন আইনজীবীরা। আইনজীবীরা আরো বলেন, অভিযুক্ত অধ্যাপকদের একজন উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যজন ডায়াবেটিসে ভুগছেন, রিমান্ডে নিলে তাদের চিকিৎসা হবে না। আইনজীবীরা রিমান্ড আবেদন বাতিল, জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদ ও চিকিৎসার জন্য আদালতের নিকট প্রার্থনা করেন। পরে কড়া পুলিশ পাহারায় দুই অধ্যাপককে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে বিডি নিউজ জানায়।